ইসলামের ন্যায়বিচার

খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه-এর খেলাফতের সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে অভিযোগ নিয়ে এসে বললঃ

«.يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ عَبِيدِي سَرَقُوا ناقَتِي، ثُمَّ ذَبَحُوها وَأَكَلُوها»

অর্থঃ "হে আমীরুল মুমিনীন, আমার গোলামরা আমার উট চুরি করেছে, তারপর সেটি জবাই করে খেয়ে ফেলেছে।"

তখন উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه সেই গোলামদের ডেকে পাঠালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তারা কী করেছে।

তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করল, কোনো অস্বীকার করল না।

তখন উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه তাদের অবস্থা দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ

«أَكُنْتُمْ مُضْطَرِّينَ؟ أَكانَ بِكُمْ جُوعٌ شَدِيد؟»

অর্থঃ "তোমরা কি বাধ্য হয়েছিলে? তোমাদের কি প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল?"

তারা বললঃ

«.نَعَمْ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَصابَنا جُوعٌ شَدِيد، وَلَمْ يَكُنْ لَنا ما نَأْكُلُه»

অর্থঃ "জি হ্যাঁ, হে আমীরুল মুমিনীন, আমরা প্রচণ্ড ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছিলাম, আর আমাদের খাওয়ার কিছুই ছিল না।"

এ কথা শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه তাদের মালিকের দিকে ফিরে বললেনঃ

«.لَقَدْ أَجَعْتَهُمْ حَتَّى سَرَقُوا، وَلَوْ لَمْ أَفْعَلْ لَعاقَبْتُكَ»

অর্থঃ "তুমি তাদের এতটাই ক্ষুধার্ত রেখেছ যে তারা চুরি করতে বাধ্য হয়েছে। যদি আমি বিষয়টি বিবেচনা না করতাম, তাহলে তোমাকেই শাস্তি দিতাম।"

এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه এই ফয়সালা দিলেনঃ

গোলামদের হাত কাটার শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো; কারণ তারা চুরি করেছিল চরম প্রয়োজন ও ক্ষুধার কারণে। আর ইসলামে সন্দেহ বা বিশেষ পরিস্থিতিতে হদ শাস্তি রহিত করা হয়।

আর তাদের মালিককে উটের দ্বিগুণ মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য করা হলো— কারণ সে তার গোলামদের খাবার ও যত্নে অবহেলা করেছিল।

তারপর উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বললেনঃ

«لَوْ لَمْ أَجِدْ لَهُمْ عُذْرًا، لَقَطَعْتُ أَيْدِيَهُمْ، وَلَكِنَّ الجُوعَ أَخْرَجَهُمْ إِلى ما فَعَلُوا».

অর্থঃ "আমি যদি তাদের কোনো ওজর না পেতাম, তাহলে অবশ্যই তাদের হাত কেটে দিতাম। কিন্তু ক্ষুধাই তাদের এ কাজে বাধ্য করেছে।"

লোকটি ফিরে গেল এই শিক্ষা নিয়ে যে, ইসলামের ন্যায়বিচার স্বাধীন ও দাসের মাঝে কোনো পার্থক্য করে না।

বরং দায়িত্ব প্রথমে তার ওপরই আসে, যে নিজের অধীনস্থদের হক আদায়ে অবহেলা করেছে।

সব গল্প শুধু অতীতের ঘটনা নয়, কিছু গল্প এমন আয়না, যেখানে আমরা আজকের বাস্তবতাকেও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।

এই ঘটনা শুধু বিস্ময়ের জন্য নয়; বরং স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যে, প্রকৃত ন্যায়বিচার শুধু শাস্তি দেওয়ার নাম নয়।

বরং রায় দেওয়ার আগে মানুষের ক্ষুধা, দুর্বলতা ও পরিস্থিতি বুঝে নেওয়াও ন্যায়বিচারের অংশ।

গল্পটি শান্ত মনে পড়ুন, হয়তো এটি আপনার হৃদয়ে কিছুক্ষণ থেমে যাবে।

আর যদি মনে হয় এটি অন্যদের কাছেও পৌঁছানো উচিত, তাহলে শেয়ার করুন।

কারণ আজ আমাদের সমাজে ন্যায়বিচারের এই শিক্ষার প্রয়োজন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

https://www.facebook.com/share/1DxaW4di1j/